গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-৭২ তারিখঃ ০১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ।
সময় : ০৪:৩০ টা

বিষয়ঃ <u>প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন।</u>

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৮ জুলাই হতে ০১ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখে প্রাপ্ত তথ্যে বিভিন্ন জেলায় অতি বৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। সংগৃহীত জেলা প্রশাসন, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন, এনডিআরসিসি হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন নিম্নরুপ:

০১। জামালপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, জামালপুর জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। ০১-০৮-২০১৬ খ্রি: তারিখ যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ খাটে ০.৮৫ মিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ১৯.৫০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২০.৩৫ মিটার) ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৪৬ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানি উচ্চতা ১৭.২২ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ১৬.৭৬ মিটার)। বন্যার পানিতে জামালপুর জেলার ৭ টি উপজেলার মোট ৬২ টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। জামালপুর জেলার ৭টি উপজেলার ৬২ টি ইউনিয়নের ১,৭৮,৩৯৩ টি পরিবারের ৩০১ টি ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণ নদী গর্ভে বিলীন এবং ৪,৩২৭ টি ঘর-বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া ফসল ১৮,৫৫০ হেক্টর সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, কাচা রাস্তা সম্পূর্ণ ৩১৭ কি: মি:, আংশিক ১,৫২২ কি: মি:, পাকা রাস্তা ১৭ কি: মি: সম্পূর্ণ, আংশিক ১০০.৬০ কি: মি:, বাঁধ সম্পূর্ণ ৬.০০ কি: মি: ও আংশিক ৫৮.৯০ কি: মি:, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ৪০৭ টি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আংশিক ২৪৮ টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়া বন্যার পানিতে ডুবে ও বানে ভেসে শিশুসহ ০৪ জন মারা যায়। ২০ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ২,০৮২টি পরিবারের ৯,৮১৪ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ৮১টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১,০০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৪১,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ, ৫,৬৬৭ টি প্যাকেট শুকনা এবং গুরসহ আটার রুটি ক্রয় ৫০,০০০/- টাকার খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ৮০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ২৫,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ, শুকনা খাবার ক্রয় বাবদ ৪০,০০,০০০/- এবং ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও হ্যান্ডলিং বাবদ ১৫,০০,০০০/- টাকার চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে = ০৪ (চার) জন নিহত।

০২। কুড়িগ্রাম : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, কুড়িগ্রাম জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। অদ্য ০১/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার ১.৪৩ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (তিস্তা নদীর পানির বিপদ সীমা ৩০.০০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৮.৫৭ মিটার, ধরলা নদীর পানি ০.৩৫ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২৬.৫০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৬.৮৫ মিটার), ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৪৫ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২৪.০০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৪.৪৫ মিটার এবং দুধকুমার নদীর পানি বিপদ সীমার ১.২১ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২৭.৮৯ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৬.৬৮ মিটার)। পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৯টি উপজেলার ৫৭টি ইউনিয়নের ৭২৮টি গ্রামের ১,২৫,১৭১ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদী ভাংগনে ৬,৪৯৫ টি ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ২০ টি ও আংশিক ২২৮টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যার পানিতে ০৪ (চার) জন শিশু ও ৭৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে জিআর চাল ১,২৭৫.০০০ মে: টন জিআর ক্যাশ, ৩৮,০০,০০০/- টাকা ও ২,৯৮২ টি প্যাকেট (শুকনা খাবার)

চলমান পাতা-২

বিতরণ করা হয়েছে। বন্যায় দুর্গত লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য আরো ৭০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ২০,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ এবং পরিবহন ব্যয় (উদ্ধারের জন্য নৌকা ভাড়াসহ) বাবদ ৮,০০,০০০/- টাকার চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে = নিহত ০৩ (তিন) জন (শিশু)।

০৩। নিলফামারী : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, নিলফামারী জেলায় অদ্য ০১/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখ অত্র অধিদপ্তরের পরিচালক (ভিজিএফ) মহোদয় ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি করছেন। তার এবং জেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় অতি বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৩ মিটার বিপদ সীমার নীচ দিয়ে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৫২.৪০ মিটার, প্রবাহমান পানি উচ্চতা ৫১.৯৭ মিটার) প্রবাহিত হচ্ছে। নিলফামারী জেলার ২টি উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামের ১৯,২০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ঘর-বাড়ী ১,৫০০ টি সম্পূর্ণ ও ৭ কি: মি: রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দুটি উপজেলার পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৯টি আইটেমের ২,৫০০ টি শুকনা খাবারের প্যাকেট, জিআর চাল ৪০৯.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১২,৩০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৪২টি নলকূপ, ১০৩ টি অস্থায়ী লেট্রিন, ১১৭৫০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৩০ কেজি ব্লিচিং পাউডার ও ৩৫০ টি জেরিকেন ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য ২,৩০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ বাবদ ৬৯,০০,০০০/- টাকা, ইঞ্জিন চালিত নৌকা ক্রয় বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা অথবা পরিবহন ও উদ্ধারের জন্য ১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৪। ফরিদপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.৯৯ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৮.৬৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৯.৬৪ মিটার)। ফরিদপুর জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপজেলার ১৭ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৮,১৭২ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ১৫৮টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে অন্যত্র চলে যায়। গত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে বন্যার পানিতে ডুবে ০১ (এক) জন নিহত হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১৪৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৪,১০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ১৩৩৬টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

০৫। রংপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, রংপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.৩৫ মিটার নীচ দিয়ে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৫২.৪০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৫২.১০ মিটার) এবং কাউনিয়া রেলওয়ে ব্রীজ পয়েন্টে বিপদ সীমার ১.৩৯ মিটার নীচ দিয়ে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৫২.৪০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৫১.০১ মিটার) প্রবাহিত হচ্ছে। রংপুর জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের ৫৩ টি গ্রামের ৬,৮৫৯ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যার পানিতে গবাদি পশুর ক্ষতি হয়েছে ২টি ছাগল। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৭৬.০০০ মে: টন জিআর চাল, ১,২২,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ৩৫০ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য আরো ২০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদানের চহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৬। মানিকগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মানিকগঞ্জ জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে পদ্মা নদীর পানি আরিচা পয়েন্টে বিপদ সীমার ০.৫৭ উপর দিয়ে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৯.৪০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৯.৯৭ মিটার)। বন্যার পানিতে মানিকগঞ্জ জেলার ৬ টি উপজেলার ৩৫টি ইউনিয়নের ২৩,৫০৬ টি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯৯ টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১৭৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১২,০০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। বন্যার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যায় আক্রান্তদের মাঝে বিতরণের জন্য ৫০০.০০০

চলমান পাতা- ৩

মে: টন জিআর চাল ও ৩০,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ৫০০ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ প্রচানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৭। রাজবাড়ী : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, রাজবাড়ী জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ১.০০ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৮.৬৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৯.৬৫ মিটার)। রাজবাড়ী জেলার ২টি উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নের ১০,৭০৯ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দৌলদতিয়া ইউনিয়নের ৪০০ টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪.০০০ মে: জন জিআর চাল বিতরণ করা হয়েছে।

০৮। সিরাজগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সিরাজগঞ্জ জেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় যমুনা নদীর পানি ০.৭২ মিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ১৩.৩৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ১৪.০৭ মিটার)। যমুনা নদীর তীরের ৫টি উপজেলার ৪০ ইউনিয়নের ৪৫৪ টি গ্রামের ১,১০,৭৯৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ৫,৩৩০ টি আংশিক ৬০৮২৯ টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ৬৯ টি, আংশিক ৪১৩ টি, রাস্তা সম্পূর্ণ ১১২ কি: মি:, আংশিক ২১৫ কি: মি: ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় পরিবারের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগ হতে ১২টি নলকূপ, ২৪ টি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ১৪,৭৫০ টি, জেরিকেন ৩০০টি বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খাদ্যশস্য হিসেবে ৫৩৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৯,৩২,০০০/- টাকা জি আর ক্যাশ ও ১৯৪৯ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

০৯। সুনামগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সুনামগঞ্জ জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.৩৩ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৮.২৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৭.৯২ মিটার)। সুনামগঞ্জ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৭০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১৬৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,৪০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

১০। টাংগাইল : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, টাংগাইল জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে করে যমুনা নদীর পানি ০.৬০ মিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানিতে টাংগাইল জেলার ৬ টি উপজেলার ৪২টি ইউনিয়নের ৩৯,৭০৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৯,৫৯৯ হেক্টর জমির ফসল পানি নীচে নিমজ্জিত রয়েছে। ৫০,০০০ হাজার গবাদী পশু, ১০,০০,০০০ টি হাঁস-মুরগী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কার্যক্রম চলছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ১১০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৭,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ১,০০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩০,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১১। বগুড়া : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, বগুড়া জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ৮৯ সে: মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ১৮ টি ইউনিয়নের ১৩২ টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে ২৪,২০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৫ টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৪ টি ও মাদ্রাসা ৪টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১০৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ৬০০ টি শুকনা খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ৫০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১০,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশও পরিবহন ও হ্যান্ডিং খরচের জন্য ১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

চলমান পাতা- ৪

১২। লালমনিরহাট : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, লালমনিরহাট জেলার তিস্তা নদীর ডালিয়া পয়েন্টে অদ্য ০১/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখ বিপদ সীমার নীচ দিয়ে এবং ধরলা নদীর কুড়িগ্রাম পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৩৫ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অত্র জেলায় ৫টি উপজেলার ২৬ টি ইউনিয়নের ৪৯,৮৬০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ ছাড়া মোট ৭৯০টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৮০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৬,৫০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ২,৭৫০ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য আরো ১০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৫,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ এবং ২,৫০,০০০/- টাকা পরিবহন ব্যয়ের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩। গাইবান্ধা : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, গাইবান্ধা জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ব্রহ্মপুত্র, ঘাঘট, করতোয়া ও তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৫৮ মিটার উপর দিয়ে, ঘাঘত নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৬৪ মিটার উপর দিয়ে, করতোয়া নদীর পানি বিপদ সীমার ১.৩৪ মিটার নীচ দিয়ে এবং তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৫৮ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ০৪টি উপজেলার ৩৩টি ইউনিয়নের ২৩৪টি গ্রামের ৫৩,৫২০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় পাঠদান হতে বিরত রয়েছে। বেলি ব্রীজ ১টি, কাঁচা রাস্তা ১৮৯ কি: মি: আংশিক, পাকা রাস্তা ১৯ কি: মি: আংশিক, ফসল নিমজ্জিত ৩,৪৪৯ হেক্টর ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ৩০০ মিটার বাঁধ সম্পূর্ণ ভেংগে নতুন নতুন এলাকা বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বন্যার পানিতে ডুবে ১ (এক) জন, ছাগল ১২ টি, গরু ৫টি নিহত হয় এবং ৬০৫ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায়। পানি বন্দি পরিবারের মধ্যে ৭৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৪,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ২,০০০ টি শুকনা খাবারের প্যাকেট এবং ১৯,২০০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ৩১৪ টি জ্যারিকেন এবং ৬০ টি হাইজন কিট বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ৪৯ টি টিউবওয়েল উচুকরণ, ৯৯ টি মেরামত ও ৫৯ টি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ৫,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন এবং ৫,০০০ পিচ তাঁবু সরবরাহের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে = নিহত ০১ (এক) জন।

১৪। রাজশাহী : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, রাজশাহী জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার ১.২২ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। রাজশাহী জেলার ২টি উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ২টি গ্রামের ১৫০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ৭৫টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়। ১.০০০ মে: টন জিআর চাল, ১,১০,০০০/- জিআর ক্যাশ এবং ১০০ টি প্যাকেট শুকনা খাবার নদী ভাংগন পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

১৫। শরিয়তপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, শরিয়তপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৪০ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। শরিয়তপুর জেলার ৪টি উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ৯৮৮ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ১৯টি পরিবার এবং ২ টি মসজিদ নদী গর্ভে বিলীন হয়। ১৪.০০০ মে: টন জিআর চাল এবং ২০০ টি প্যাকেট শুকনা খাবার নদী ভাংগন পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

১৬। মাদারীপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মাদারীপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পায়ে, ০৪টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মাদারীপুর জেলার প্রধান সহকারীর সাথে কয়েকবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেও কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তিনি জানান যে, উপজেলা হতে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না পারায় রিপোর্ট তৈরি করতে পারেনি।

চলমান পাতা- ৫

অদ্য ২৮/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ হতে ০১/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে জামালপুর জেলায় ০৪ (চার) জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ০৩ (তিন) জন, ফরিদপুর জেলায় ০১ (এক) জন, এবং গাইবান্ধা জেলায় ০১ (এক) জন, সহ মোট ০৯ (নয়) জন নিহত হয়। ইতোপূর্বে বন্যায় ১২ (বার) জনসহ সর্বমোট ২১ (একুশ) জন নিহত হয়। ১৬ টি জেলায় ৭২ টি উপজেলা ৩৭৮টি ইউনিয়নের ৬,৩৪,৪০৯ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ৮,১৪০ টি পরিবার সম্পূর্ণ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ ছাড়া অন্য কোন জেলা হতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি পাওয়া যায়নি, তবে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইহা সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(মো: ছালেহ্ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র
ফোনঃ ৯৮৯১৯২৬
Email: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/মীম/ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। সংরক্ষণ নথি।